**‘‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৩'' উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে**

**স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারী ও**

**অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীদের**

**আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ২১ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারীগণ,

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ,

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

অফিসার ও

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সকল বীর শহীদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারে নেতৃত্বকারী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহম্মেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এইচ এম কামরুজ্জামানকে। যাঁদের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও সাংগঠনিক পারঙ্গমতায় আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই আজকের এই দিনে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠিত হয়। এরপর থেকেই জীবনপণ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আরও পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে একমাসের কম সময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন নিশ্চিত করে। বাঙালি জাতির অন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। সমগ্র জাতি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দানে আমাদের সরকার আন্তরিক। আমরা খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধিসহ আরও অনেক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

বর্তমান সরকার বিগত চার বছরে দুইবার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার পরিমাণ ও ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ২,০০০ টাকা ভাতা পাচ্ছেন।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের মাসিক ভাতা ১১,২৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৪,৪০০ টাকা করা হয়েছে এবং আড়াই হাজার শহীদ পরিবারের ভাতা বৃদ্ধি করে ৭,০২০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে সর্বমোট ৭,৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে ৬১ কোটি সাড়ে সাত লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে আমরা এই ভাতার পরিমাণ আরো শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করেছি।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের সরকার বর্ধিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করেছে।

আমরা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত ৭,৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের ২৫,৮১৬ জনকে স্বল্পমূল্যে রেশনসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম চালু করেছি।

মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

এছাড়া সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আমাদের সরকার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ‘‘উদ্ধার পরিকল্পনা-২০১০'' নামে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এর মাধ্যমে ২০১৪ সাল নাগাদ অতীতের সকল জটিলতা ও দায়মুক্ত হয়ে কল্যাণ ট্রাস্ট কমপক্ষে ১৩৫ কোটি টাকার মূলধন আহরণ করবে। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আর কোন ব্যাংক ঋণ নেই। সরকার নারায়ণগঞ্জে এক বিঘার উর্ধ্বে জমি অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে উদ্ধার করে কল্যাণ ট্রাস্টকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরও ১৩০ কোটি টাকা মূল্যমানের ৮.৫০ একর ভূমির দালিলিক জটিলতা দূর করে নিষ্কন্টক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন চট্টগ্রাম, আগ্রাবাদ ও ঢাকার পোস্তগোলায় ডেভেলপারের মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এগুলো শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেই ব্যবহার হবে।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিবন্ধিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রায় সোয়া দশ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে ১০ জেলার ১৩টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

আমাদের গৌরবদীপ্ত মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তাঁদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। তাই বর্তমানে ভিআইপিগণ যে সকল মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা যেন জাতীয় খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা পেতে পারেন তা আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্বাহ করা হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে বাদ পড়া প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আপনারা জেনে খুশী হবেন, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের তথ্যাদিও সংরক্ষণ হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে ১,৩০২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ১,০৭০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সকল উপজেলায়ও অনুরূপ ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স রুম তৈরী করা হবে। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের স্থায়ী অফিস হবে এবং সেই সাথে দোকান ও অডিটোরিয়াম ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহু মুক্তিযোদ্ধা তাদের অঙ্গহানির জন্য মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এ সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ঢাকার গজনবী রোডে ৬৯.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণাধীন। ডিসেম্বরের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শাহাদত বরণকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতি রক্ষা এবং নতুন প্রজন্মকে তাঁদের আত্মত্যাগের বিষয়ে জানাতে দেশব্যাপী বধ্যভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশ ব্যাপী ২০৪টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ১৭৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। ১ম পর্যায়ে ২৭টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ৬৪ জেলায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ফলক নির্মাণ কাজ সরকার সম্পন্ন করেছে।

আমাদের সরকার ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশ ব্যাপী ২,০১৬টি শহীদ সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ১,৩৬৮টি চিহ্নিত সমাধিস্থল সংরক্ষিত করা হবে।

সারাদেশে ভূমিহীন ও অস্বচছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের জন্য তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়িতে ২২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ২,৯৭১ জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য নিজস্ব পাকা ভবন নির্মাণ করা সম্ভবপর হবে।

সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুকরণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, সনদ বিতরণ, সুযোগ-সুবিধা ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন হবে।

৬টি পর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৫১ ব্যক্তি/সংগঠনকে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করেছি। বিদেশী নাগরিকদের সম্মাননা প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করছি।

সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ তাদের স্ব স্ব বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা এবং উত্তরাধিকারীদের কল্যাণে সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। দুস্থ ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও আবাসস্থলের সংস্কারসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ বাহিনী সদর দপ্তরসমূহ অব্যাহত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আজকের এই সুন্দর সকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ দেশবাসীর সুখ, শান্তি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।  দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আত্ম-নিয়োগের আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।